রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১৮, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়

বীজ উইং

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১০ অক্টোবর ২০১২

নং ১২.০৯৭.০২২.০২.০০.০৩২.২০০৮-২৫৪—হাইব্রিড গমের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৫তম সভায় অনুমোদিত হয়েছে। দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় অন্যদেশ থেকে আমদানির মাধ্যমে অথবা দেশের অভ্যন্তরে গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত হাইব্রিড গমের জাতসমূহ সরকার কর্তৃক প্রণীত হাইব্রিড গমের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করার লক্ষ্যে প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আনোয়ার ফারুক
অতিরিক্ত সচিব।

হাইব্রিড গমের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি

বীজ আইন বা জাতীয় বীজ বোর্ডের অন্য কোন সিদ্ধান্তের সাথে সরাসরি পরিপন্থি না হলে হাইব্রিড গমের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা যাবে ঃ—

১. দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় অন্যদেশ থেকে আমদানির মাধ্যমে অথবা দেশের অভ্যন্তরে গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত হাইব্রিড গমের জাতসমূহ সার্বিকভাবে মূল্যায়নের পর বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আবাদের জন্য নিবন্ধীকরণ করা যাবে।

২. মূল্যায়ন ও পরীক্ষার জন্য প্রস্তাবকারী ব্যক্তি, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রাইভেট কোম্পানীও বেসরকারি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট ছকে হাইব্রিড জাত নিবন্ধীকরণের প্রস্তাব বপন মৌসুম শুরুর দুমাস পূর্বে সদস্য-সচিব, কারিগরী কমিটি জাতীয় বীজ বোর্ড ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবর পাঠাতে হবে। উক্ত প্রস্তাবের ছক পরিশিষ্ট "ক" তে দেয়া হয়েছে।

৩. আবেদনকারীর প্রস্তাব বাছাই করে প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের সিদ্ধান্ত আবেদন প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী প্রস্তাবকারীকে জানাবে। প্রস্তাব গৃহীত হলে প্রস্তাবকারীকে নিবন্ধীকরণ মূল্যায়ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ ও মূল্যায়ন খরচ বাবদ নির্ধারিত অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট জমা দিতে হবে।

৪. (ক) আবেদনকারী প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্যাকেট প্রস্তাবিত জাতের (বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক গৃহীত) মোট প্রয়োজনীয় বীজ (টেস্ট এর প্রয়োজনে) বপন শুরুর ১৫ দিন আগে (নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী- কে সরবরাহ করবে।

(খ) হাইব্রিড গমের বীজ আমদানি ও বাজারজাতে ইচ্ছুক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রতি মৌসুমে পরীক্ষা কার্য পরিচালনার জন্য সর্বাধিক প্রতি জাতের ৫০ কেজি বীজ মহাপরিচালক, বীজ উইং এর অনুমতি সাপেক্ষে উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ শাখা, ডিএই হতে ইমপোর্ট পারমিট নিতে হবে।

(গ) আমদানিকৃত বীজ আমদানিকারক যথার্থই বীজ হিসেবে ব্যবহার করেছে কি না তা আমদানির ২(দুই) মাসের মধ্যে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী-কে লিখিতভাবে অবহিত করবে।

(ঘ) প্রত্যেক ব্যক্তি/কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান অনধিক ২(দুই)টি জাত এক মৌসুমে মূল্যায়নের জন্য প্রস্তাব করতে পারবে।

৫. (ক) প্রতিটি হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তাবকারীকে প্রতি জাতের জন্য ২,০০০(দুই হাজার) টাকা এন্ট্রি ফি হিসেবে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে (খাতের কোড নম্বর ঃ ১-৪৩৩৮-০০০০-২০১৭) সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে।

(খ) প্রতি জাত ও প্রতি স্থানের ট্রায়ালের খরচ বাবদ ২৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা হিসেবে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এর দপ্তরে জমা দিতে হবে।

৬. প্রতিটি হাইব্রিড জাতের জন্য বাংলাদেশের মোট ১১টি কৃষি অঞ্চলের ন্যূনতম ৫টি অঞ্চলের খামারে প্রতিটি RCB ডিজাইনে তিনটি Replications এর মাধ্যমে অন-স্টেশন টেস্ট প্লট (on-Station test plot) এবং ন্যূনতম ৫টি নিকটবর্তী কৃষক পরিবারের জমিতে অন-ফার্ম (On-farm) পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. ফসলের জাত ও পরিবেশ এর Interaction বিবেচনায় রেখে আমদানিকৃত হাইব্রিড গমের মূল্যায়ন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এর তত্ত্বাবধানে ২(দুই) বছর ট্রায়াল করতে হবে। উক্ত ২(দুই) বছর ট্রায়াল করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানকে কমপক্ষে ১(এক) বছর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে গম গবেষণা কেন্দ্র ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী সমন্বয়ে প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতের মাঠ মূল্যায়ন করতে হবে এবং এ ট্রায়ালের প্রতিবেদন (বিশেষ সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যসহ) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবরে যথাসময়ে প্রেরণ করতে হবে।

৮. বীজ আমদানিকারক ও উৎপাদনের নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা/সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে ঃ

(ক) হাইব্রিড গমের বীজ উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কারিগরী জনবল;

(খ) প্রয়োজনীয় নিজস্ব জমি বা লিজকৃত জমি;

(গ) নিজস্ব প্রসেসিং সুবিধা অথবা প্রসেসিং সুবিধা ভোগ করার উৎস; এবং

(ঘ) প্রয়োজনে Joint venture programme এর মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও জাত উদ্ভাবন করার যোগ্যতা।

৯. প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন কর্মসূচীতে দেশীয়ভাবে উদ্ভাবিত সেই ফসলের একটি হাইব্রিড (যদি থাকে) এবং কমপক্ষে ২টি স্ব-পরাগায়িত (Self-pollinated) ও প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতের কাছাকাছি জীবনকাল সম্পন্ন জাত স্ট্যান্ডার্ড চেক (Standard Check) হিসেবে গ্রহণ করে test design করতে হবে। প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতের জীবনকালের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্ট্যান্ডার্ড চেক জাত নির্বাচন করতে হবে। অন-স্টেশন ও অন-ফার্ম ট্রায়ালের ক্ষেত্রে একের অধিক অঞ্চলে স্ট্যান্ডার্ড চেক জাত হতে আপাততঃ কমপক্ষে ১০% বেশী ফলন সম্পন্ন হাইব্রিড জাতকেই নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হবে। সর্বাধিক ৫(পাঁচ) বছরের জন্য একটি নিবন্ধিত জাতের বীজ আমাদানির অনুমতি দেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথম বছরের বীজ আমদানিকে ভিত্তি ধরে পরবর্তী ৫(পাঁচ) বছরের মধ্যে কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়/Joint venture programme এর মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদন করতে হবে। ৬ষ্ঠ বছর থেকে প্যারেন্ট লাইনস (parent lines) ব্যতীত কোনক্রমেই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নিবন্ধিত হাইব্রিড জাতের গম বীজ আমদানি করা যাবে না।

১০. হাইব্রিড জাত মূল্যায়নে অনস্টেশন ট্রায়ালের জন্য বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্দিষ্ট খামার ব্যবহার করা হবে এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) সহযোগিতায় নিকটবর্তী এলাকায় উন্নত কৃষক পরিবার দ্বারা অনফার্ম ট্রায়াল পরিচালনা করা হবে।

অন-স্টেশন ও অন-ফার্ম এর ট্রায়াল স্থান নিম্নরূপ ঃ

অঞ্চল	প্রাতিষ্ঠানিক খামার	কৃষক পর্যায়ে
১	২	৩
(১) রংপুর অঞ্চল	গম গবেষণা কেন্দ্র, দিনাজপুর/কৃষি গবেষণা উপ-কেন্দ্র, রংপুর।	সংশ্লিষ্ট অন-স্টেশনের নিকটবর্তী কৃষকের মাঠ
(২) রাজশাহী অঞ্চল	আঞ্চলিক গম গবেষণা কেন্দ্র, বারি, রাজশাহী।	সংশ্লিষ্ট অন-স্টেশনের নিকটবর্তী কৃষকের মাঠ
(৩) যশোর অঞ্চল	আঞ্চলিক গম গবেষণা কেন্দ্র, বারি, যশোর।	সংশ্লিষ্ট অন-স্টেশনের নিকটবর্তী কৃষকের মাঠ
(৪) বরিশাল অঞ্চল	আঞ্চলিক গম গবেষণা কেন্দ্র, বারি, রহমতপুর, বরিশাল।	সংশ্লিষ্ট অন-স্টেশনের নিকটবর্তী কৃষকের মাঠ
(৫) কুমিল্লা অঞ্চল	কৃষি গবেষণা উপ-কেন্দ্র, বারি, কুমিল্লা।	সংশ্লিষ্ট অন-স্টেশনের নিকটবর্তী কৃষকের মাঠ
(৬) ঢাকা আঞ্চল	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট খামার, গাজীপুর।	সংশ্লিষ্ট অন-স্টেশনের নিকটবর্তী কৃষকের মাঠ

১১. অন-স্টেশন এবং অন-ফার্ম টেস্ট আবেদনকারীর সাথে পরামর্শপূর্বক একই বছরের একই মৌসুমে সম্পন্ন করতে হবে। প্রতিটি অন-স্টেশন ও কৃষক পর্যায়ে ট্রায়ালে প্রতিটি জাতের প্লট সাইজ হবে ৫মি. × ৬মি. = ৩০ বর্গ মিটার এবং রেপ্লিকেশন হবে তিনটি। মোট ট্রায়াল হবে ন্যূনতম ১০টি (অন-স্টেশন ৫টি এবং কৃষক পর্যায়ে ৫টি)। তাছাড়া স্ট্যান্ডার্ড চেক হিসেবে প্রয়োজনীয় অনুরূপ প্লট সংখ্যা পরীক্ষার জন্য স্থাপন করতে হবে। যেহেতু বিভিন্ন অঞ্চলে প্রস্তাবিত জাত মূল্যায়ন করা হবে, সেহেতু জাতের গড় উৎপাদন ক্ষমতা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের প্রকাশভঙ্গি কৃষক পর্যায়ে চাষের সময়ের প্রকাশভঙ্গির খুব কাছাকাছি হবে এবং সমস্ত জাতগুলোকে কোড নম্বর দিয়ে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী সংশ্লিষ্ট স্থানে ট্রায়ালের জন্য বিতরণ করবে। সার, সেচ ও অন্যান্য পরিচর্যা চেক জাতের মতই হতে হবে।

১২. হাইব্রিড জাতের মাঠ মূল্যায়নের জন্য কারিগরী কমিটি কর্তৃক গঠিত আঞ্চলিক মাঠ মূল্যায়ন দলে সদস্য হিসেবে একজন প্রজননবিদ, ট্রায়াল বাস্তবায়নকারী, সংশ্লিষ্ট অনস্টেশন প্রদান এবং প্রস্তাবকারী সংস্থার একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে পর্যবেক্ষক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৩. হাইব্রিড জাতসমূহ মূল্যায়ন ও মাঠ মূল্যায়নের সময় পরিশিষ্ট খ-তে উল্লিখিত ছকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

১৪. প্রতিটি জাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ মাঠ মূল্যায়নের সময় মূল্যায়িত হবে। প্রতিটি অন-স্টেশন ও অন-ফার্ম এর জন্য মূল্যায়ন ছকে (পরিশিষ্ট খ) তথ্য সংগ্রহ করে মূল্যায়ন টিমের মতামতসহ সরাসরি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এর নিকট পাঠাতে হবে। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এর দায়িত্বে উক্ত অন-স্টেশন প্লট ডাটা ও অন-ফার্ম ডাটা দ্বারা একটি computerized mean performance sheet তৈরী করতে হবে।

১৫. পরীক্ষা শেষ হওয়ার ২(দুই) মাসের মধ্যে বিশ্লেষিত তথ্য ও দলের মতামতসহ প্রতিবেদন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটিতে উপস্থাপন করবে।

১৬. কারিগরি কমিটির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন এবং প্রার্থিত জাত নিবন্ধিত হওয়ার পর প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য বীজ আমদানি/উৎপাদন করতে পারবে। তবে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী দ্বারা অথবা রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান দ্বারা উক্ত বীজ প্রত্যায়িত হতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমদানির পরিবর্তে স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদনকারীদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হবে। হাইব্রিড ফসলের বীজ স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশে উৎপাদন সম্ভব করার জন্য বীজ শিল্প/ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান/আমদানিকারকগণকে উৎসাহিত করা হবে।

১৭. প্রতিটি বীজের প্যাকেটে কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, লট নম্বর বা ব্যাচ নম্বর, জাতের নিবন্ধিত অঞ্চল, বীজের পরিমাণ, জাতের নাম, অঙ্কুরোদগমের হার, বিশুদ্ধতা, বপনের সঠিক সময়, ব্যবহারের সর্বোচ্চ সময়সূচী, মূল্য, প্যাকিং এর তারিখ ও উৎপাদিত ফসল থেকে বীজ রাখা যাবে না উল্লেখ থাকতে হবে। বিভিন্ন পরিমাণের ব্যাগে বীজ বাজারজাত করতে হবে যাতে করে বিক্রেতা কর্তৃক ব্যাগ খুলে বীজ বিক্রি করতে না হয়। উৎপাদিত ফসল থেকে বীজ রাখা যাবে না কথাটি প্যাকেটের গায়ে "হাইলাইট" করতে হবে।

১৮. হাইব্রিড গম বীজ আমদানি বা উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন ক্রমেই ব্যবহারের প্রদত্ত সর্বোচ্চ সময়সূচী শেষ হয়ে যাওয়া বীজ কৃষক পর্যায়ে বিক্রি করা যাবে না।

১৯. প্রচলিত বীজ আইন অনুসরণ করে কৃষকের নিকট উৎপাদিত বীজ বিতরণ করা যাবে।

পরিশিষ্ট-ক

হাইব্রিড গমের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ প্রস্তাবের ছক

(ক) প্রস্তাবকারী/প্রতিষ্ঠানের নাম .....

(খ) বীজ ডিলার রেজিস্ট্রেশন নং .....

(গ) প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতের নাম/নং .....

(ঘ) প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতের ঃ

১। ফলন (হেক্টর প্রতি) .....

২। রোগবালাই এর প্রতিক্রিয়া .....

৩। গাছে ফুল আসার সময়কাল .....

৪। গাছের উচ্চতা (সে.মি.) .....

৫। প্রস্তাবিত জাতের জীবনকাল (বীজ থেকে বীজ) .....

৬। জাত সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য (একাধিক হতে পারে) .....

(প্রযোজ্যক্ষেত্রে দাবীর স্বপক্ষে প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে)

(ঙ) সরবরাহকারী/জাত উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা .....

(চ) সরবরাহকারী/জাত উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে আমদানিকারকের সমঝোতা পত্রের প্রতিলিপি .....

(ছ) কোন কোন অঞ্চলের জন্য হাইব্রিড জাতের গম মূল্যায়নের প্রস্তাব করা হচ্ছে .....

(জ) মোট টেস্ট প্লটসমূহের জন্য বীজ সরবরাহ ও নির্ধারিত অংকের অর্থ প্রদানের অঙ্গীকারনামা (আলাদা সীটে দিতে হবে)

(ঝ) ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে (খাতের কোড নম্বর ঃ ১-৪৩৩৮-০০০০-২০১৭) সরকারি কোষাগারের টাকা জমার কপি

(ঞ) সংশ্লিষ্ট কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ট্রায়ালের প্রাপ্ত ফলাফল (এক বছরের) ঃ

১। ফলন (হেক্টর প্রতি) .....

২। রোগবালাই এর প্রতিক্রিয়া .....

৩। গাছে ফুল আসার জন্য সময়কাল .....

৪। গাছের উচ্চতা (সে.মি.) .....

৫। প্রস্তাবিত জাতের জীবনকাল (বীজ থেকে বীজ) .....

৬। জাত সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য (একাধিক হতে পারে) .....

৭। কি পদ্ধতিতে হাইব্রিড জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে .....

(ট) প্রস্তাবিত জাতের Phytosanitary Certificate এর নম্বর/বিবরণী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে).....
(অনুলিপি দিতে হবে)।

প্রস্তাবকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও তারিখ

পরিশিষ্ট-খ

হাইব্রিড জাত মাঠ মূল্যায়ন ছক

Variety Code No.	Sowing Date (Seed-Beed)	50% Heading date	Maturity Date (Physiological)	Days to Maturity (Seed to Seed)	No. of spikes /m^2	1000-grain wt. (g)	Sterility (%)	Major Diseases		Major insectss incidence (%)	Phenotypic Accepta-bility	Lodging (%)	Yield kg/ha (at 12% Moisture)				Recommendation for Registration Yes/No.	Remarks
								BpLB*	Leaf rust**				R1	R2	R3	Mean Yield		
1	2	3	4	5	6	7	7	8	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18

BpLB=Bipolaris Leaf Blight (0-9 scale), ** Disease score following Modified Cobb's scale

তথ্য সংগ্রহকারীগণের স্বাক্ষর এবং

তারিখ...

পদবী/প্রতিষ্ঠান...

দলনেতার স্বাক্ষর ও তারিখ...

পদবী/প্রতিষ্ঠান...

মোঃ আব্দুল বারিক (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd